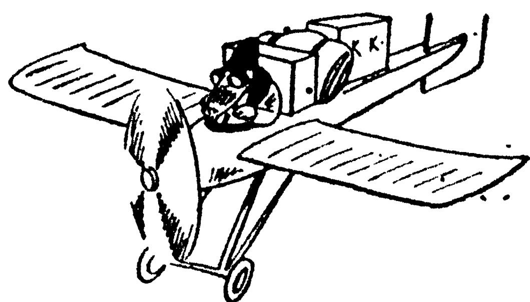

K K.

ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি

রাশিয়ান ছড়া অবলম্বনে



প্রেমেন্দ্র মিত্র

সিগনেট প্রেস ।। কলিকাতা ২০

প্রথম সংস্করণ ১৩৫৬.
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলিকাতা ২০
মূল রাশিয়ান ছবি
কে. চুকোস্কি
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
সহায়তা করেছেন
পীযূষ মিত্র
মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা ৯
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রিট
কলিকাতা ৯

দাম দু টাকা

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

কুমিরসাহেব ছিলেন কোথায়, নীল নদীতে মিশরে,
খেয়াল হলো চালের ওপর টহল দেবেন শহরে।
কুমিরসাহেব কেউ কেটা নয়,
চুরুট মুখে ঠাসা,
ইংরেজীটা বলতে পারেন খাসা,
(বলেন বটে সতেরো বার বছরে)
সারা গায়ে ডুমোডুমো, শ্যাওলা ঢাকা হুথুম থুমো
যেমন দেমাক, তেমনি কোনো অরুচি নেই রগড়ে।





হাসেন নাকো, কন না কথা, চলেন ভারি চালে
পিছনে তাঁর ছেলে বুড়ো জমল পালে পালে
সবাই তারা হেসেই কুটিপাটি।
কোথা থেকে ভুলো কুকুর হঠাৎ বেবাক মজা করলে মাটি।



তেড়ে এসে কামড়ে দিলে পা,

থমকে দাঁড়ান কুমিরসাহেব, মুখটি করে হাঁ।

গোটা কুকুরটাকে ধরে

করে দিলেন সাবাড়

এক গরাসে পেটের মধ্যে কাবার।



ভিড়ের ভিতর বাধলো তখন বিষম হুলুস্থুল
ঠেলাঠেলি-ই, হাত-পা ভাঙে, ছেঁড়ে মাথার চুল।
কেউ বা চেঁচায় 'ধর ওটাকে'! কেউ বা বলে 'মার'!
কেউ বা রেগে পুলিশ ডাকে, কেউ বা পগারপার।
পিছুপিছু কেউ বা করে ধাওয়া,
গতিক ভালো নয়কো দেখে কুমিরসাহেব তখন
চলন্ত এক ট্রামে চড়ে হাওয়া।



পথের ধারে ছিল একটা থানা,
ব্যাপারখানা যেমনি গেল জানা,
সেখান থেকে বেরিয়ে পুলিশ দৌড়ে এসে বলে
'দিন-দুপুরে মাঝ-শহরে কুমির কেন চলে?
নিয়ম তো নেই!'
কুমিরসাহেব তাই না শুনে-ই
লাল পাগড়ি সমেত পুলিশ পুরে দিলেন গালে
মুচকি হেসে মিঠাই খাবার চালে।







দেখে শুনে সবাই তো থ, সবাই ভয়ে সারা,
কারুর লাগে দাঁত কপাটি, প্রাণটা খাঁচা ছাড়া।
শুধু সে এক বীর
বিনুবাবু রইল খাড়া পাহাড় হেন ধীর।
ভয় করে না কাউকে সে তো, এমনি বুকের পাটা
বদমাশ কেউ সামনে এলে
এক কোপে তার কাটা।

আমাদের এই ছড়ার নায়ক বিনুবাবু
কিছুতে তো হন না তিনি কাবু।
পাহারা তাঁর লাগে নাকো, চুষিকাঠি ছাড়া
ঘুরে বেড়ান একলা সকল পাড়া।
হাতে নিয়ে কাঠের তলোয়ার,
ভীষণ তাতে ধার!

বিনুবাবু রুখে বলে, 'এই পাজি বদমাশ
মানুষ-খেকো কুমির, কি তুই চাস্?
বড় দেখি বেড়েছে তোর বাড়
দেখবি তবে একটি কোপে উড়িয়ে দেব ঘাড়?'

কাঁপতে কাঁপতে কুমির বলেন, 'দোহাই বিনুভায়া
একটু দয়া করো আমায়, একটু করো মায়া।





ঘরে আছে ছানাপোনা, দাও ছেড়ে দাও, যাই
তোমায় দেব হাতির কানের মতো এক মেঠাই।'
কুমিরসাহেব এমনি করে সাধেন
আর অঝোরে মায়া-কাঁদন কাঁদেন।

বিনুর তাতে মন গলে না, বলে, ‘ওরে পাজি
তোকে আমি মাপ করতে নইকো মোটেই রাজী।
কেন মানুষ খেলি ?
এবারে আর বাঁচবি নাকো, আমার হাতে গেলি।’

কুমিরসাহেব বলেন, ‘একটু দাঁড়াও
অবুঝ হয়ে যা খেয়েছি
ফেরত দেব, নাও।’

এই না বলে কুমিরসাহেব
ঢেঁকুর তোলেন যেই
লাল পাগড়ি সমেত পুলিশ বেরিয়ে এল সেই।

বাহাল তবিয়তেই এল, নেইকো গায়ে আঁচড়
ভালোই ছিল নাদা পেটের ভিতর।

কুমিরসাহেব আবার করেন হাঁ—
মাইল খানেক মুখের ফোকরটা।
ওমা একি! যেমনি তোলা ঢেঁকুর
বেরিয়ে এল গোটা ভুলো কুকুর!

ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, বাজে হাজার শাঁখ
দেখে শুনে সবার লাগে তাক্।
শহর ভরে সেকি ঘটা, সেকি মজার ধুম
কামান ছোঁড়ে ফুর্তি করে গুড়ুম্ গুড়ুম্।





সবাই এসে বলে, 'বিনু বীর!'

চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে, আকাশ চৌচির,

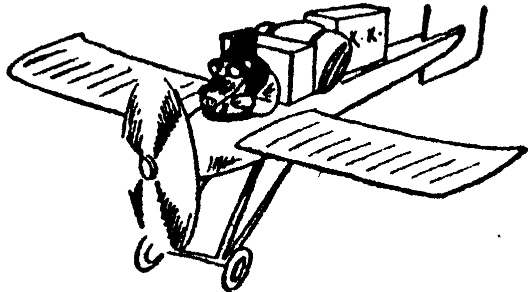
নিশান ওড়ায়, ওড়ায় ফানুশ, জয়-পতাকা তোলে

তারি সাথে কুকুরটারও ল্যাজের ডগা দোলে।

বিন্দুর কাছে এল উপহার
ভারে ভারে ঠিক একটি পাহাড়!
একশো ঝুড়ি গজা মেঠাই
বাদাম একশো ঝুড়ি
চকোলেটের জাহাজ এল আচার ভূরিভূরি।

আম এল আর জাম এল আর আঙুর থোকা থোকা
কত এল কলা লিচু নেইকো লেখা জোখা,
আর কি এল! নয়কো মিছে বলছি করে হলপ্
হাজার হাঁড়ি এল কুলপি বরফ!

সেই দুশমন কুমিরসাহেব
খেয়ে বিন্দুর তাড়া
উড়োজাহাজ চড়ে হলেন তখুনি দেশ ছাড়া,
ঝড়ের মতো চলেন উড়ে তাকান নাকো ফিরে
নামেন গিয়ে দুম্ করে সেই নীল নদীর তীরে।



বালির উপর আগনুন দিয়ে
সেথায় আছে লেখা
বড় বড় হরফে : আফ্রিকা।
নদীর ধারে কাদার উপর দিলেন যেমন লম্ফ
হল যেন ছোটখাটো একটি ভূমিকম্প।
সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলেন গিন্নী তাঁর
ছানা পোনা সমেত সারে সার।



কুমির-গিন্নী এসেই শুরু করেন নাকী সুরে,

'শুনছো ওগো, এদের জ্বালায় মরছি জ্বলে পুড়ে

দুষ্টু কাকু, লালুর গালে চড় মেরেছে কষে

কাকুর দুটো দাঁত গিয়েছে লালুর পিঠে বসে।

টুটুল বেচারা

পেটের ব্যথায় সারা,

ভুল করে এক কেট্‌লি গিলে

যাচ্ছিল প্রায় মারা।

নেই কেট্‌লি উপায় কি?

কেমন করে চা করে দি?'





কুমির-বাড়ির দরজাতে হঠাৎ উঠল গোল
পশু পাখি বনের যত সবার কলরোল,
আসছে সবাই হল্লা করে সিংহ এবং হাতি
বোড়া সাপের সঙ্গে আসে ক্যাঙ্গারুর নাতি।

গাধা আসে, উদ্‌বিড়াল
বাঁদর এবং খেঁকশিয়াল,
হিপ্‌পো, জিরাফ্‌, ভালুক এবং উটপাখি
কচ্ছপ আর গণ্ডার—কেউ নেই বাকি।

মেম-গণ্ডার হাতি-বিবি মান্যে সমান দুজন
এঁর যেমনি মুখের বাহার, ওনার তেমনি ওজন।
এরি মাঝে এলেন আবার ঢেঙা জিরাফ ভায়া
টেলিগ্রাফের থামের মতন কি বা চারটি পায়া!

এমনি করে সবাই এল মামা জ্যাঠা খুড়ো
এল পাড়াপড়শি যত বনের ছেলে বুড়ো।



কুমিরসাহেব মধুর হেসে তখন
নুইয়ে মাথা করেন আপ্যায়ন।

সাপকে দিলেন পিঠে এবং
কাছিমকে পিচ্‌কারী,
ভালুক পেল মধু
হল বাঁদর ঢোলকধারী।

কোথায় গেল গাধা?
কেমন করে দেখতে পাবে? লুকিয়ে আছেন দাদা,
একটি কোণে সঙ্গে নিয়ে মিঠাই একটি গাদা।



এবার ন্যাচন হল শুরু, নাচছে জোড়া জোড়া
সিংহ নাচে, শেয়াল নাচে, নাচে মহিষ ঘোড়া,
থাবায় থাবা ধরে নাচে, মিলিয়ে খুরে খুর
ধিনিক্ ধিনিক্ তাথৈ থৈ আহ্লাদে ভরপুর।
নেচে নেচে হাঁপিয়ে ওঠে, সবাই একটু কাবু
বিশেষ করে হাঁপান হাতিবাবু।

তবু নাচের নেই কামাই
নাচ চলেছে যে দিকে চাই।
প্রজাপতির পাখার নাচে মশারা মশগুল
খরগোশ আর ফড়িং নাচে, কে কার ধরে ভুল।
কাঁকড়া কুঁচে ইলিশ নেচে সাগর ফেলে চষে
একা একা মোচাচিংড়ি সানাই বাজায় বসে।





ঢাকের বাদ্যি বাজায় বাঁদর
ধাঁ—ধিন্ ধিন্ ধাঁ
আসেন রাজা হিপ্পো মশাই
নাই কোনো চিন্তা।

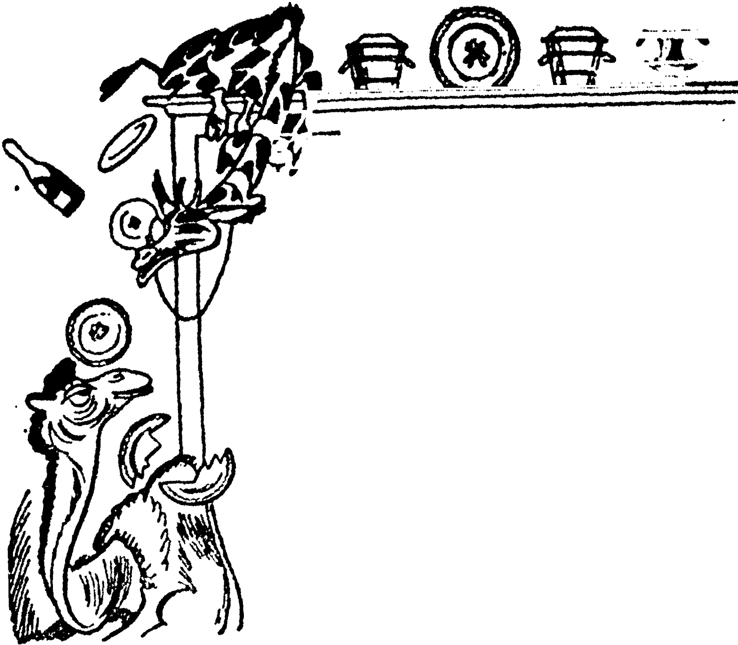
হিপোপটেমাস্ রাজা বাহাদুর
আসেন শুনে, সবাই মধুর
রঙ-বেরঙের তান ছাড়ে
হরেক রকম ডাক পাড়ে।

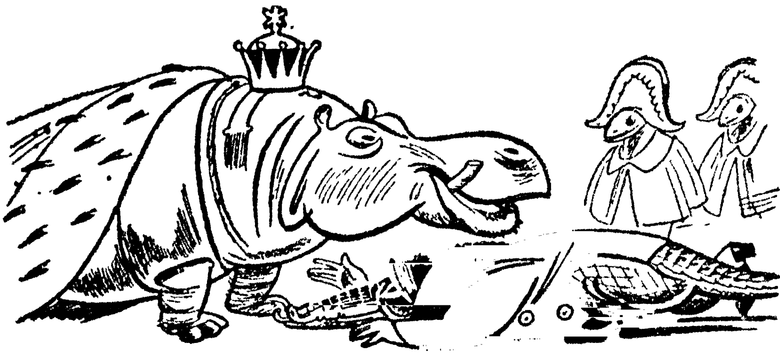
কেউ বা চেঁচায় কেউ গরজায়
কিচির মিচির কেউ কপচায়
কেউ ডাকে মিউ, হাম্বা কেউ
কেউ বা করে ঘেউ-ঘেউ।



হন্তদন্ত মেম-কুমির মুখে ঘষেন পাউডার
কুমিরসাহেব মনের ভুলে রুমালটা তাঁর ফেলেন গিলে
আঙুলগুলোর কাঁপুনি আর
থামে না তাঁর।

আলমারিটা তাক্ করে
জিরাফ্ ভায়া লাফ মারে।
সাজিয়ে রাখা পরিপাটি
ডিস্ পেয়ালা থালা বাটি
পড়বি তো পড় উটের ঘাড়ে
কুঁজটা গেছে একেবারে।
পড়ল যেন তেলে বেগুন
উট বেচারা রেগে আগুন
বলে, নেহাত পাই না নাগাল
চড়িয়ে দিতাম নইলে দু'গাল।





হিপ্‌পোরাজার দেখা পেয়ে কুমিরসাহেব হেসে
চারটি পায়ের ধুলো নিলেন নাকে মুখে ঠেসে।

হিপ্‌পো রাজা বলেন, 'বৎস কুমির
বিজ্ঞ তুমি সুধীর
বিদেশ ঘুরে দেখলে কি কি কহ বিবরণ,
ঝিমিয়ে আমি নিচ্ছি ততক্ষণ।
অভয় দিয়ে যাই
ভয় পেয়ো না যদি নাক ডাকাই।'

কুমিরসাহেব বলেন কেঁদে, 'শুনুন, মহারাজ
বিদেশ গিয়ে বড় দুঃখ বড় পেলেম লাজ।
এক যে সেথা আছে বিনুবীর
একটু হলেই তার দাপটে গেছল বুঝি শির।

বলব কি আর দুঃখের কথা বুক ফেটে যায়
গিয়ে দেখি চিড়িয়াখানায়
সব আমাদের পিশে মেশো জ্যাঠা মামা দাদা
সিংহ হাতি বাঘ রয়েছে খাঁচার ভিতর বাঁধা।
তাদের দেখে হাসে যত দুধের ছেলেমেয়ে
কি অপমান আছে বা এর চেয়ে।'

এই না শুনে সবার চোখে বহে জলের ধারা
লোমগুলো সব দারুণ রাগে হয়ে ওঠে খাড়া।

হেঁকে বলে, 'চিড়িয়াখানায় চল্
দিনে রাতে থামব নাকো হাঁটব দলে দল



গুঁতিয়ে দেব, কামড়াব
ভীষণ রাগে হাঁকড়াব
মনের সুখে চিবিয়ে দাঁতে
বাচ্চাগুলোর হাড় খাব।

'চলরে চল এই আমাদের ভীষণ পণ
বন্দী যত মুক্ত করে,
করব তবে জলগ্রহণ।'

খুকুমণি পুতুল নিয়ে
বেড়ায় একা একা
পিছনে তার হঠাৎ ওরে!





ওটা কি যায় দেখা!

হাতি নাকি? তাই তো!

বুকটা ধড়াস করে ওঠে প্রাণটা ধড়ে নাইতো!

যত আছে বনের পশু সিংহ ভালুক বাঘ

খুকুমণির উপর যেন তাদের সবার রাগ

খেয়ে তাদের তাড়া

খুকুমণি কেঁদেই হল সারা

পুতুল নিয়ে পালিয়ে যেতে

ভয়ে হল বেহুঁশ

হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে একটা বন-মানুষ।



জানালাতে বসে ভাবে খুকুমণির মা
এত দেরি হল, খুকু কেন আসে না!
আকাশে মেঘ ডাকে, না, ও বাঘের গরজন!
দরজাতে ভিড় করে সব আছে কি কারণ?
দাঁতগুলো সব যেন মুলো
ধারালো সব নখগুলো
ওই ভয়ানক থাবা থেকে
কে বাঁচাবে খুকুমণির প্রাণ?

আছে আছে সে একজন
লোহার মতো শক্ত মন
বিনু নামে সাহসী বীর
ছুঁড়বে গুলি করবে পরিত্রাণ।

আসুক না বাঘ সিংহ হাতি
দাঁড়াক তারা ফুলিয়ে ছাতি
কটমটিয়ে চোখ রাঙিয়ে
গজরাক না, করুক অপমান
বিনু এমন নয়কো যা তা
কাঁপে না তার চোখের পাতা



ভড়কে যাবার ছেলে সে নয়
জানে নাকো ভয়ের কি বানান।

সবাই তারা ঘিরে বিনুর চারধারে
গরজায় আর ফাটিয়ে গলা ডাক ছাড়ে।
চেয়ে শুনেছে চেঁচামেচি এমন
ভাবটা বিনুর তেমন
পিস্তলটা বের করে যেই ছুঁড়ে দিল দুড়ুম
সবাই ভাবে এবার বুঝি গেলুম।
গণ্ডারটা ষণ্ডা, তবু পালায় সবার আগে
বাঁদর ভায়া ল্যাজ গুটিয়ে পিছু পিছু ভাগে;
কাঁপতে কাঁপতে হিপ্পোরাজা আর কি ফিরে চান
সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দিলেন সটান পিট্টান।





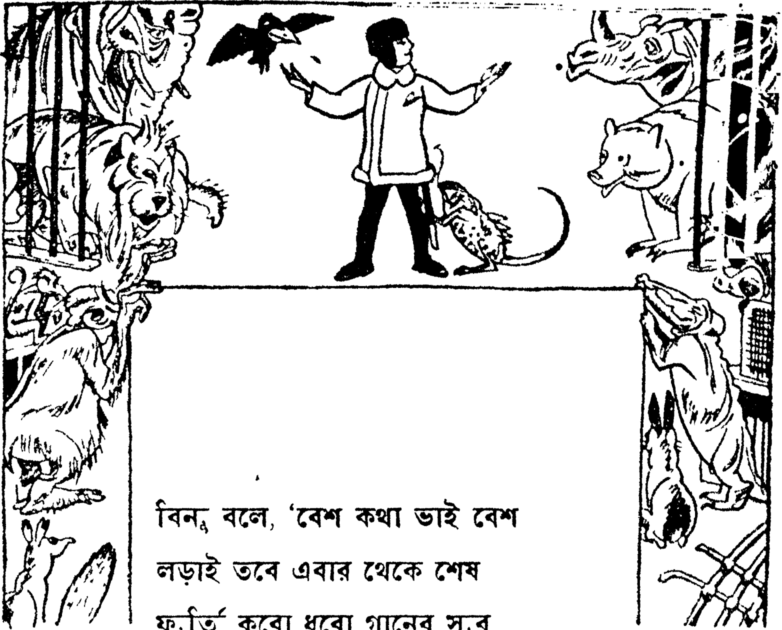
বিন্দুর আবার জয়জয়কার, রক্ষা পেল দেশ
ভারে ভারে এল কত রকম সন্দেশ,
কিন্তু কোথায় খুকুমণি! ভাবছে বিন্দুবীর
গিলেই যদি খেয়ে থাকে দুশমন কুমির!

পালিয়ে গিয়ে যত বুনো হল যেথায় জড়ো
বিন্দু সেথায় ছুটে গিয়ে বলে, 'জল্‌দি কর,
দাও শিগগির খুকুমণি ফিরিয়ে দাও।'

দাঁত দেখিয়ে বলে তারা, 'একটুখানি দাঁড়াও।
বীরের সেরা বীর বটে হে মস্ত বাহাদুর
চিড়িয়াখানার খাঁচাগুলো করতে পার চুর?
আমাদের সব আপন জনে সেথায় রেখে ধরে
খুকুমণি ফেরত পাবে ভাবছ কেমন করে?

'ভালো যদি চাও
চিড়িয়াখানার যত খাঁচার দরজা খুলে দাও,
বন্দী যত না পায় যদি ছাড়া
আর কখনো খুকুমণির পাবে নাকো সাড়া।

'বাঘের ছানা পাক্ বাঘিনী
গর্তে ফিরুক শেয়াল
আর জ্বালাতন করব নাকো
ছাড়ব বদখেয়াল,
ভালুক আবার যাক না মুলুক
নাচুক মজা করে
সিংহ বাঘের শেকল খোলো
ফিরব সবাই ঘরে।
ফিরিয়ে দেব খুকুমণি
দিলাম পাকা কথা
কিছুতে আর হবে না অন্যথা।'



বিনু বলে, 'বেশ কথা ভাই বেশ
লড়াই তবে এবার থেকে শেষ
ফুর্তি করো ধরো গানের সুর
চিড়িয়াখানার লোহার গারদ করব এবার চুর।

'নখগুলো সব থাবার মাঝে লুকিয়ে
ঝগড়া ফেল চুকিয়ে,
থাবায় হাতে মিলিয়ে নাচি
মিলিয়ে পায়ে খুরে
আসুক ভালুক বাঁদর বরা
থাকবে না কেউ দূরে।'

আমার কথা এমনি করে ফুরলো,
নটে গাছটি কে বলে যে মুড়লো!



ওই তো বসে খুকুমণি মিঠাই নিয়ে মুখে
ভালুকদাদার কোলটি ঘেঁষে গল্প শোনে সুখে।
খেলার মাঠে সাঁঝের বাতি যতক্ষণ না জ্বলে
ছেলেমেয়ে বনের পশু বেড়ায় দলেদলে।
কখনো বা নৌকো নিয়ে নদীর জলে ভাসে
একটা দুটো কাঁকড়া ধরে খিল্‌খিলিয়ে হাসে।
রাতে যখন শোবার পালা নেকড়েমামা আসে
নিভিয়ে আলো বসে গিয়ে বিছানাটার পাশে,
চেহারাটা যেমনই হোক মনটা বড় নরম
কথামালা মুখস্থ তার গল্প নানা রকম।

মিলে মিশে থাকে সবাই
নেইকো আঁচড় কামড়
দেশের লোকে ভুলে গেছে
চিমটি এবং চাপড়।
বাঘিনী আর খুকুমণি যেন দুটি সই,
বিনুর কথা বলব কি আর
সবাই খোঁজে কই!

মজার কথা বলি শোনো
কুমিরসাহেব হেসে
বিনুর সাথে দেখা করতে
এলেন অবশেষে।







বিনু তখন নেইকো বাড়ি
ভব্যযুক্ত হয়ে
কুমিরসাহেব আলাপ করেন
পরম বিনয়ে।
ছুটে এসে বিনু হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে
যেমনি গলা জড়ায় তিনি
হাসেন মনের সুখে।



কুমির যদি দেখ কোথাও
জেনো এমনি করে
আদর করতে হবে তাকে
গলা জড়িয়ে ধরে॥



